আদিলীলা।

(ভূমিকা ॥)

দুই একদিনের চেষ্টায় কখন সামাজিক বিপ্লব সংঘটিত হয় না। দেশে যখন কোন ধর্ম্মযুগের পরিবর্ত্তন হয়, তখন অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, বহুদিন পূর্ব্বে তাহার অনুকূল ঘটনাচক্র, ভাবাদি ও আগের স্রোত প্রবাহিত হইয়া তাহা হইতে এতদিন তিলে তিলে বর্দ্ধিত হইয়াছে। একদিন যে ধর্ম্ম বিপ্লব এই ধর্ম্মক্ষেত্রে — আর্য্যভূমির জাতি ও বর্ণভেদের মূলে কুঠারাঘাত করতঃ 'চণ্ডালোঽপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ' নীতি প্রচার করিয়া ব্রাহ্মণ্য প্রভুত্ব হ্রাস করিতে সাহায্য করিয়াছিল, একদিন যে ধর্ম্মান্দোলন, 'ওরে নিতাই কেবল হরি বল' ধ্বনিতে বঙ্গদেশ মাতাইয়া তুলিয়াছিল, সে ধর্ম্ম বিপ্লব যে একদিনেই সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা কিছুতেই স্বীকার করা যায় না। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের বহু পূর্ব্ব হইতে জয়দেব ও চণ্ডীদাসের সময় হইতে যে নিগূঢ় প্রেম-স্রোতের প্রবাহ ধীরে ধীরে চলিতেছিল, তাহাই শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সময় নানা বিপর্য্যয় অত্যাচারের ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া দেশময় ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। হিন্দু বৈষ্ণব কবির নাথ কৃষ্ণ লীলা বিষয়ক গীতে গৌড় বাসীর চিত্তক্ষেত্রে যে প্রেমধারা বর্ষিত হইয়াছিল, শুধু নিমাই চাঁদ সেই ধারায় প্লাবিত হইয়াছিলেন। চৈতন্যের মনঃপ্রাণ যে প্রেম-স্রোতে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছিল, সে প্রেম কি? সে প্রেম বন্যার প্রবল প্রবাহে শচীতনয়ের মুখারবিন্দ হইতে বিনিঃসৃত হইয়াছিল—

'হে দেব হে দয়িত হে ভুবনৈকবন্ধো,
হে কৃষ্ণ হে চপল হে করুণৈকসিন্ধো।
হে নাথ হে রমণ হে নয়নাভিরাম,
হা হা কদানুভবিতাসি পদং দৃশোর্মে॥'

সে প্রেম সুধায় উন্মত্ত হইয়া তিনি

'অয়ি দীনদয়ার্দ্র নাথ হে,
মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং,
দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্॥'

বলিয়া কাঁদিয়া ভূমিতে লুটাইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহার সেই চিরনবীন চিরমধুর প্রেম আজ কি তাহার মূল্য নাই?

কিন্তু যখন শ্রীচৈতন্য ভক্তগণের 'হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, কৃষ্ণকৃষ্ণ, হরে হরে' ধ্বনিতে দিগ্মণ্ডল মুখরিত, মুসলমান শাসনকর্ত্তাগণ তাহাদের দমনে বদ্ধপরিকর হন। মোগলগামী মাটীতে হরিগুণ কীর্ত্তন হইবে? কিন্তু চৈতন্য যে ঐশী শক্তি প্রভাবে শ্রীনিবাসের কুকুরের মুখ দিয়া হরিনাম বাহির করাইয়াছিলেন, সেই অপূর্ব্ব অনন্যভূত মহা ক্ষমতা বলে তিনি পাঠান 'বিজুলিখান' প্রভৃতি মুসলমানগণকে স্বীয় পতাকা মূলে সমবেত করিয়াছিলেন। তাঁহারা অদ্যাপি বৈষ্ণবীয় গ্রন্থে 'পাঠান বৈষ্ণব' বলিয়া পরিকীর্ত্তিত হইতেছেন (১)। হরিদাস মুসলমান হইয়াও প্রত্যহ তিন লক্ষ হরিনাম উচ্চারণ না করিয়া জল গ্রহণ করিতেন না। এইরূপ ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত ভক্ত হরিদাস কতই লাঞ্ছিত হইয়াছেন, 'বাইশ বাজারে' মুসলমান শাসন কর্ত্তা কর্ত্তৃক শতধা প্রহৃত হইয়াছেন। কিন্তু কিছুতেই তাঁহার রসনা হরিনাম ত্যাগ করে নাই। হরিনামের এমনি আকর্ষণী শক্তি যে, তাহাতে একবার মজিলে আর ভুলা যায়না।

সৈয়দ মর্ত্তুজার সংস্করণে আমরা বলিয়াছি যে, মুসলমান কবিদিগের মধ্যে সৈয়দ মর্ত্তুজাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আলিরাজার আসন তাঁহার কত নিম্নে, তাহার বিচার ভার পাঠকগণের উপরই অর্পণ করিলাম। সৈয়দ মর্ত্তুজা প্রেমিক কবি,—তাঁহার ভাষা সরল ও প্রসাদগুণ বিশিষ্ট। তাঁহার রচনা অনেকটা হিন্দু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাসের আদর্শে গঠিত;—সর্ব্বত্র স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে টলটলায়মান। আলিরাজা কেবল প্রেমিক নহেন, তিনি ভক্তও বটেন। তাঁহার ভাষা সর্ব্বত্র আড়ম্বর হীন ও সহজ ভাবে মনোজ্ঞ নহে। তথাচ আমরা তাঁহাকে সুকবি বলিয়া অভ্যর্থনা করিতে বাধ্য। হিন্দু বৈষ্ণব কবি চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতিতে যেমন সম্বন্ধ মুসলমান বৈষ্ণব কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা ও আলিরাজাতেও তেমনি সম্বন্ধ বলিয়া আমার বোধ হয়। সৈয়দ মর্ত্তুজার 'পরাণের ধন'—শ্রীকৃষ্ণ; আলিরাজা 'রাধাকানু চরণ' ভক্ত।

আলিরাজার পদগুলি সম্পূর্ণ নূতন। এই সংস্করণের ৪৭টি পদের মধ্যে কতকগুলি পূর্ব্বে শ্রীযুক্ত আবদুল করিম মহাশয়, বিভিন্ন মাসিক পত্রে প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশিষ্টগুলি এপর্য্যন্ত অপ্রকাশিত ছিল। 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি গ্রন্থে আলিরাজার কোন পদ পাওয়া যায়না। কবির রচিত 'ধ্যানমালা' নামক সঙ্গীত গ্রন্থ হইতে অনেকগুলি গান পাওয়া গিয়াছে। পরম কাব্যামোদী শ্রীযুক্ত রমণীমোহন মল্লিকের 'মুসলমান বৈষ্ণব কবি' নামক অষ্টাদশপৃষ্ঠাত্মক ক্ষুদ্র পুস্তকে আলিরাজার একটি পদও নাই। অন্য কোন লেখকও যে আলিরাজার পদাবলী প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা আমাদের বিদিত নাই। সুতরাং আলিরাজার পদগুলি স্বতন্ত্র পুস্তকাকারে সাহিত্য-জগতে এই প্রথম প্রচারিত হইল, বলা যাইতে পারে।

(১) শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত, মধ্যলীলা, অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

আলিরাজা ফকির হইলেও হজরত মোহম্মদ মস্তফাকে মানিতেন এবং অপর পর সাধক-দিগের ন্যায় বনচর না হইয়া অনাসক্ত ভাবে গৃহস্থাশ্রমই পালন করিতেন। তিনি কেবল যে কতকগুলি অসংলগ্ন পদাবলী রচনা করিয়াই কবি-জীবন শেষ করিয়াছেন, তাহা নহে, অনেকগুলি দার্শনিক গ্রন্থও তাঁর লেখনীমুখ হইতে বিনির্গত হইয়াছে। কবির রচিত 'জ্ঞান সাগর' একখানি উৎকৃষ্ট আধ্যাত্মিক ভাবময় গ্রন্থ। ইহাতে হিন্দু মুসলমান উভয় ভাব সংমিশ্রিত রহিয়াছে। এই পুস্তক খানি পরে প্রকাশ করিবার ইচ্ছা আমাদের আছে।(১)

অন্যান্য প্রাচীন কবিদিগের ন্যায় আলিরাজার জীবনের ও অতি সামান্য বিবরণ জানিয়াই আমাদিগকে তুষ্ট থাকিতে হইতেছে। শ্রদ্ধেয় বন্ধু শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুলকরিম সাহেব আমাকে কবি সম্বন্ধে যাহা লিখিয়া পাঠাইয়াছেন, তাহাই এস্থলে মুদ্রিত হইল। মৌলবী সাহেবের সদাশয়তায় আমি বিমুগ্ধ তিনি অগণনীয় স্নেহঋণ জালে আমাকে আবদ্ধ করিয়াছেন। স্নেহ-জাল ছিন্ন করা আমার পক্ষে সম্পূর্ণ অসম্ভব; অথবা স্নেহের ঋণ কে কোন্ কালে শোধ করিতে ইচ্ছা করে? এই পুস্তক সম্পাদনেও তিনি আমাকে নানাবিধ উপদেশ দানে উপকৃত করিয়াছেন।

বিশেষে বক্তব্য এই পুস্তক খানি ভক্ত পাঠকগণের উপযোগী করিতে আমি সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কতদূর সফলকাম হইয়াছি তাহা পাঠকগণের বিচার্য্য। এই পদগুলি পাঠে যদি কেহ সামান্য মাত্রও পরিতৃপ্ত হন, তবে আমার সকল যত্ন ও শ্রমের সার্থকতা

(১) আলিরাজার জ্ঞান-সাগর কিরূপ উচ্চশ্রেণীর সাধনগ্রন্থ তাহা নিম্ন-উদ্ধৃত অংশ পাঠে জানা যায় ——

'মনের কল্পনা সঙ্গে পবনের স্রোতে।
ধ্বনি-মূলে ধ্যান ঘন টানিব ইঙ্গিতে॥
ধ্বনি-মূলে ব্রহ্ম নাম বায়ুর সঙ্গতি।
সেই নামে পবন চলএ প্রতিনিতি।
সেই ধ্বনি পরমহংস কহে সিদ্ধাগণ।
হংস নামে তেজেত নির্ম্মল তিনমন॥
মিশাই পরমহংস পবনের সনে।
পূরক রেচক সঙ্গে হৃদের কম্পনে॥

সম্পাদিত হইলে এরূপ বলিয়া রাখি, কারণ ভাষার উপর [illegible] হইয়াছে ।
নাই । বর্ণবিন্যাস সম্বন্ধে সর্বত্র আধুনিক নিয়মের অনুসরণ [illegible]

সৈয়দ সর্তুজা'তে আমরা চতুর্বিংশতি জন মুসলমান বৈষ্ণব [illegible] পাইয়াছি । একণে আর একজন কবির অস্তিত্ব আমরা পরিজ্ঞাত হইয়াছি [illegible] ।

ঘোড়ামারা,
রাজসাহী ।
[illegible] শ্রাবণ, ১৩১১ সাল

শ্রীব্রজসুন্দর সান্যাল ।

পূরক রেচক সঙ্গে রাখি মহা হংস ।
এক যুগ সাধনে শরীর হএ ধংশ ।
এই কম্প এক যুগ যদি সে করএ ।
ধ্বনি মূলে তনু বহু কম্প স্থির হ[এ] ॥
হুঙ্কারে মুনশা ঘট শুদ্ধ হএ তিন ।
বহু কম্পে স্থির হএ সারতত্ত্ব চিন ॥
কম্প বিনু সিদ্ধার নাহিক সিদ্ধি ফল ।
যথা কায়া শুদ্ধ হএ কম্পএ সকল ॥
ব্রহ্মাতত্ত্ব পন্থ এই সিদ্ধি মূল সার ।
নাহিক পরমতত্ত্ব তাতুধিক আর ॥
তার নাম অজপা কহেন্ত জ্ঞানী কুল ।
ত্রিশ হাজার জ্ঞান মধ্যে এই মহামূল ॥
ঈশ্বরভজনা জ্ঞান আছে নানা মতে ।
সে সব প্রধান নহে অজপার হন্তে ।
যাহাকে অজপা কহে সেই জ্ঞান মূল ।
আর সব জ্ঞানতরু শাখা দল ফুল ।

আলিরাজা।

(শ্রীযুক্ত মৌলবী আবদুলকরিম লিখিত।)

[illegible] ম ওয়াজেদ কবু [illegible] সাধারণতঃ তিনি 'কানু ফকির' নামে প্রসিদ্ধ [illegible] বংশগৌরব [illegible] 'ওশখ[illegible]' নামক গ্রামে [illegible] তিনি [illegible] [illegible] দোস্ত মিঞা ও এনায়েত মিঞা এবং দ্বিতীয়া [illegible] মিঞা জন্ম গ্রহণ করেন। প্রথমোক্ত পুত্র [illegible] মুন্সী [illegible] ছিলেন। আলিরাজা গৃহস্থাশ্রমী হইলেও একজন উচ্চদরের [illegible] ছিলেন। তাঁহার সাধন-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আজও [illegible] পীর (দীক্ষা গুরু) শাহা কেয়ামুদ্দিন নামক জনৈক [illegible] আলি[illegible] [illegible] ছিলেন।

আলিরাজা [illegible] সিরাজ কুলুপ এবং জ্ঞান সাগর নামক [illegible] শাহা কেয়ামুদ্দিনের চরণে সমর্পিত হইয়াছে। [illegible] এরূপ গুরুভক্তি অধুনা সুদুর্লভ। [illegible] নামক যোগ-শাস্ত্র-সম্বন্ধীয় গ্রন্থকেও আলিরাজার [illegible] 'ষটচক্রভেদ' গ্রন্থের নামও শুনিতে পাইলাম। শেষোক্ত গ্রন্থখানি আমি [illegible] সংগ্রহ করিতে পারি নাই।

আলিরাজার [illegible] গ্রন্থই গভীর জ্ঞান-গর্ভ। 'ধ্যান মালা' সঙ্গীত গ্রন্থ। তাহাতে রাগ [illegible] বর্ণিত হইয়াছে। প্রত্যেক রাগে স্বরচিত পদনীয় এক একটি গীত বা পদ [illegible] হইয়াছে।

সিরাজ কুলুপ ও জ্ঞান সাগরও দর্শনী গ্রন্থ। গুরূপদেশ ব্যতিরেকে ইহাদের অনেক কথা [illegible] নহে। 'যোগকালন্দর' তান্ত্রিক মতের গ্রন্থ বিশেষ। এই সকল গ্রন্থের [illegible] অনেক স্থলে মুসলমানী ভাবায় প্রদত্ত হইয়া থাকিলেও মূল বিষয়ে হিন্দু-[illegible] সহিত অনৈক্য নাই।

উক্ত গ্রন্থগুলি ব্যতীত আলিরাজা বহুল বৈষ্ণব পদাবলী রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার রচিত কতটি ধ্যান-সঙ্গীতও দেখা যায়। এসব ভিন্ন, পরমার্থ বিষয়ক গীতও আছে। [illegible] উচিত, তাহার পদাবলীতে সর্বত্র বৈষ্ণব ভাব নাই; অনেকটিতেই দরবেশী ভাব দেখা যায়। এমন অনেক গীতও আছে, যাহা দেখিতে বৈষ্ণব কবিতার মত বোধ হইলেও বৈষ্ণব কবিতা নহে। মুসলমান হইয়া আলিরাজা প্রভৃতি কবিগণ বৈষ্ণব কবিতা লিখিলেন কিরূপে, বলা যায় না। [illegible] চেষ্টা আবশ্যক।

কবির [illegible] পুত্রদের মধ্যে এরশাদ মিঞা ও সরফতোল্লা মিঞাও কবি। এরশাদ মিঞার কয়েকটি [illegible] ও সরফতোল্লা মিঞার অনেকটি রাধিকা [illegible] পারমার্থিক গীত পাওয়া গিয়াছে। সরফৎ মিঞাও একজন ফকির ছিলেন। তাঁহার গীতেও গভীর [illegible] মূলক [illegible] আছে। তাঁহারা স্বীয় পিতৃদেবের চরণ ধ্যানেই গীত গুলি রচনা করিয়াছেন। অনেক বৎসর পূর্বে এরশাদ ও এনায়েত মিঞা [illegible] হইয়াছেন। আজ [illegible] বৎসর হইল, কবি সরফৎ মিঞাও প্রায় ৮০ বৎসর বয়সে মানব লীলা সংবরণ করিয়াছেন। বর্তমান কালে তাঁহাদের পুত্র পৌত্র বিদ্যমান আছেন।

অদ্যাপি আলিরাজার প্রকৃত সময় নির্দ্ধারণের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। বাঙ্গালার [illegible] সাহিত্য সেবকদিগকে [illegible] গবেষণা করিতে কত বোধ হয় জানেন। [illegible] ঘুরিয়া তথ্যানুসন্ধান করিতে হইলে তাঁহাদের অনেকেরই চির একাদশী করার প্রয়োজন। একবার কবির জন্মস্থানে গিয়া সকল কথা জানিয়া আসিব, এরূপ ইচ্ছা আছে, কিন্তু [illegible] মনোরথ কি সিদ্ধ হয়? যাহা হউক, আমরা যে কবির [illegible] [illegible] নাই, ইহাই [illegible] বলিতে হইবে। [illegible]

[illegible]

[illegible]

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	ছত্র	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১	ফুটনোট	করুণোদধি	করুণাদধি
২	৭	শুষ্ক চঞ্চু নাসএ	শুষ্ক চঞ্চু নাসাএ
৩	ফুটনোট	পাতলা	পুতুল
৭	৮	চিতচোর	চিত্ত চোরা
”	৯	হরে চৌর্য্যকাম	হবে বড় চৌর্য্যকাম
”	১০	গেলা	গেল
”	১২	গাহে প্রেম ধরে।	গাহে, প্রেম ধরে—
”	ফুটনোট	পণ	জীবিত
৮	১৮	নাগ	নাগ ?

আলিরাজা।

(ওরফে কানু ফকীর।)

মালশী।

করুণাদধি (১) নানান বরণী শ্যামা কালী ॥ ধু।

তুমি নারায়ণ হরি, তুমি হর ব্রহ্মা গৌরী
দেবের দেবতা তুয়া মূল।
অষ্টলোকে পরিহার, রাতুল চরণে যার
শরণ মাগে সব দেবকুল।
তুমি গুরু মাতা পিতা, ত্রিলোক পরম দাতা
তারিণী করুণাসিন্ধু সার।
জগত রুদ্রাণী তনু, শিব লীলা রাধা কানু
সত্ত্ব রজঃ তমঃ শক্তি যার ॥
হীন আলিরাজা বোলে, শ্যামা কালী পদতলে
শক্তি লীলা শঙ্কর-ঘরণী।
সূর্য্যবংশী হর গৌরী, চন্দ্রবংশী রাধা হরি
তত্ত্বরূপী নবীন যৌবনী ॥

---

(১) করুণোদধি—করুণাসাগর।

কল্যাণ।

নানা বর্ণ রূপ ধরে বিষ্ণু চক্রপাণি।
তা দেখি মোহিত হৈল রাধা কমলিনী॥ ধু।

চামর জিনিয়া কেশ, কপালে তিলক বেশ
নবইন্দু ললাটে জিনিছে।
ইন্দ্রধনু জিনি ভুরু, প্রাতঃস্বর আঁখি চারু
শুক চঞ্চু নাসএ নিন্দিছে॥
মুখে পূর্ণ শশী ক্ষীণ, অধর বান্ধুলী পীনে
দন্তে বীজ দাড়িম্ব নিন্দিল।
কণ্ঠ দেখি কম্বুবরে, কুদ সিন্ধু সরোবরে
যুগ ভুজে বাসুকী গঞ্জিল॥
সিংহ জিনি কটি সাজে, কিঙ্কিনী চলিতে বাজে
রুণু ঝুণু শুনি মোহে মুনি।
নানা আভরণ পরি, মোহন ভঙ্গিমা করি
হেন রূপে হরে জগপ্রাণি॥
সাহে আলিরাজা হীনে, সার সেই রূপ বিনে
আন রূপে না বান্ধিমু চিত।
শুন হর ত্রিলোচনে, জ্যোতি দিয়া আঁখি সানে
রাধ সার রূপেতে মোহিত॥

বেনাবলী।

রূপ হেরি মোহিত সদায় ॥ ধু ।
পরম সুন্দরী রাধা ভুবন মোহন ।
হংসগতি জিনি অতি লজ্জিত খঞ্জন ॥
ইন্দ্রাণী মেনকা গতি জিনিয়া ভঙ্গিমা ।
ভুজঙ্গ পেখন জিনি চূড়ার মহিমা ।
কমল পোরল (১) তনু বায় (২) ঢলি পরে ।
সততে মোহিত রাণী মুরলীর স্বরে ॥
হরির মুরলী ধনী পূজে রাত্রদিনে ।
হরি রাধা কৃপদানে আলিরাজা ভণে ॥

কুমারী।

কি খেনে আসিলাম ঘাটে ।
নন্দের নন্দন,   ভুবন মোহন
দেখিয়া মরম ফাটে । ধু ।
পদ্মনাভ কদম্ব শিখরে বসি ।
করে বেণু ঝাঁঝার বদনে পুরে বাঁশী ।
যেরূপ দর্শনে ভ্রমে ইন্দ্র সুরশশী ।
যেরূপ স্মরণে ডুবি মজিল তপস্বী ॥

(১) পাক্‌লা ।
(২) বতোসে ।

সেরূপ দেখিয়া রাধা হৈল উদাসিনী।
লাজ ভয় ধর্ম্ম তেজি শ্যাম কলঙ্কিনী॥
আলিরাজা গাহে প্রেম রতন উত্তম।
* * * *॥

নট।

দেখ দেখ হে প্রাণের সই!
শ্যাম চিকণিয়া বৃন্দাবনে॥ ধু
বৃন্দাবনে রস-রঙ্গে রহিয়াছে হরি।
তান (১) হেতু ষোলশ গোপিনী দহি মরি॥
না দেখি কমল-পদ না শুনি মুরলী।
চল চন্দ্র মুখ দেখি সকল কুমারী॥
গুরু কৃপা আলিরাজা রচিল পয়ার॥
হরি বিনু গোপীর যৌবন অন্ধকার॥

পূরবী।

বন্ধুয়ারে! দেখিলুম কমল দলে তোর রূপ॥ ধু।
যখনে দেখিলুম শ্যাম কালিন্দীর কূলে।
সেই ধরি রাজহংস নাচে শতদলে॥

(১) তাঁহার।

ষট্ চক্র মধ্যে মোর বহে যট্‌শত। (১)
পঞ্চ শব্দে যন্ত্র বাহে গাহে তোর গীত॥
হীন আলিরাজা ভণে গুরু দাতা সার।
ষট্ কলে রোমে রোমে গুণ গহে যার॥

দীপক।

কিরূপ দেখিনু সই সই।
অই না যায় পাসরা॥ ধু॥
সেইরূপ হইল নারীর প্রাণ কাল।
হরিল জীবন মোর বুকে দিয়া শাল।
লেখিল পাষাণে রূপ বজ্রের সমান।
ক্ষুধা নিদ্রা হরিল হরিল লাজ মান॥
হীন আলিরাজা কহে সেইরূপ বিনে।
* * * *॥

কামোদ।

সদায় রাধার মনে জ্বালা শুন লো সই॥ ধু।
কি দিয়া বান্ধিমু হিয়া, মাধবরে না দেখিয়া
প্রাণি মোর গেল যার সনে।

(১) ঋতু।

না দেখিলে চক্রপাণি, নিরোধ না মানে প্রাণি
দহে তনু কালা কাম বাণে ॥
না দেখি হরির মুখ, বিদরে দারুণি বুক
সহিতে না পারি প্রেমানল।
হই লাজ মান ছাড়া, কাঁখেত (১) কলসী রাধা
নিঃসরিল ভরিবারে জল ॥
হীন আলিরাজা বোলে, গেল রাধা নদী-কূলে
দেখিল যমুনা তীরে হরি।
বংশী বাহে গাহে গীত, মজিল রাধার চিত
কেলি হৈল কায় প্রাণে জড়ি ॥

শুদ্ধ-মল্লার।

জগৎ-পতি তুমি রূপে মনোহর কালা।
সুর্ব্বরূপ জিনি শুদ্ধ শ্যামরূপ ভালা ॥
ত্রিজগতে সর্ব্বরূপে কালা অলুকিত।
শ্যাম জিনি শ্বেত লাল না হয় উদিত ॥
কৃপাসিন্ধু জগবন্ধু তুমা কালা নিধি।
নিশি কালা মেঘ কালা অলি পিক আদি ॥
শ্যামরূপ, শ্যাম চন্দ্র, শ্যাম অলঙ্কার।
শ্যাম মেঘে পূর্ণাসন করিছে মল্লার ॥

(১) কাঁখে।

মাতঙ্গ বাহন রাজা স্বর্গের উপর।
মল্লারের আলাপন চাতকের স্বর ॥
গুরুপদে শির করি আলিরাজা কহে।
একালা চরণ বিনু মোর গতি নহে ॥

গুর্জ্জরী।

৩

শুন সখি সার কথা মোর।
কুলবধূ-প্রাণি হরে সে কেমন চোর ॥
সে নাগর চিত্ত চোর কালা যার নাম।
জীতা (১) রাখি প্রাণি হরে চোর্য্যকাম ॥
মোর জীউ সে কি মতে লই গেলা হরি।
শূন্য ঘরে প্রেমানলে পুড়ি আমি মরি ॥
গুরু পদে আলিরাজা গাহে প্রেম ধরে।
প্রেম খেলে নানা রূপে প্রতি ঘরে ঘরে ॥

বিভাস।

আজু কেন অন্ধকার বদন চান্দ ॥ ধু।
জ্যোতিহীন দেখি মুখ, বিদরে দারুণ বুক
শিরেতে লাগিল বজ্রাঘাত।

(১) সপ্ত।

কোন দুঃখে মনে দাগ, দান দিমু যেই মাগ
হাসি বাঁশী ফুক (১) হরি নাথ ॥
যদি হরি মধুহাসে, কোটি জন্ম পাপ নাশে
বিরহিনী বাঞ্ছা হয় পুর।
পদ্মনাভ জগস্বামী, নধর যৌবনী আমি
সেই পদ নিছনি যাম্ দূর ।
গুরু কৃপা সিন্ধুজলে, হীন আলি রাজা বোলে
প্রেম হেতু গোপাল বিকল।
ভেদ নাহি রাধা কানু, অর জর যুগ তনু
সহে দুঃখ বিরহ আনল ॥

বৈরাগী।

শুন প্রাণনাথ। নিবেদন পদ্মপদে বিরহ-সম্বাদ ॥ ধু।
তুমিত চিকণ কালা, গলে নানা ফুল-মালা
যার নাম নিলাজ কানাই।
তুমি আমি এক জাতি, জন্ম ভিন্ন হৈমু জ্ঞাতি
সে নিমিত্তে তোরে বুলি ভাই ॥
যার হাতে হেন বাঁশী সে মুখে সতত হাসি
নাথ শ্রীবৃন্দাবন শ্যাম।

(১) ফুৎকার দেও —বাজাও।

যদি কৃপা কর বন্ধে, লেখিয়া কমল পদে
রাখ বিরহিণী রাধা নাম ॥
হীন আলিরাজা ভণে, এই শ্রদ্ধা কায় মনে
ঐ রাঙ্গা চরণে হই রেণু ।
সম্মুখে সাগর ধার, শঙ্কট হইতে পার
উদ্ধার না দেখি গুরু বিনু ॥

৫ গড়া ।

কালা তোমা ভাল জানি !
তোমার সঙ্গে প্রেম করি হৈলুম কলঙ্কিনী ॥ ধ্রু
দেখা দিয়া গেলা প্রিয়ে, হৈল কত কাল
কেমতে রহিলা মোরে দিয়া মায়া জাল ॥
হেন সাধ মনে মোর করি কণ্ঠ হার ।
ভ্রমর কমলে রাখি হৃদের মাঝার ॥
হীন আলিরাজা কহে ভজি গুরু পায় ।
এই মাগি পিয়া পদে দেখিতে সদায় ॥

৮ কেদার ।

কমল চরণে ঠাঁই মাগম্(১) সততে (২) ।
তুয়া বিনু প্রাণেশ্বর নাহিক জগতে ॥ ধ্রু ।

(১) মাগি, প্রার্থনা করি । (২) সদা, সর্ব্বদা

অবলা কুমারী আমি, সূক্ষ্ম-তনু জগ-স্বামী
অই দুঃখ মরমে বিশেষ।
কামিনী-শরীর পীন, কামানলে রাত্রি দিন
তনু দহে পিয়া পর দেশ ॥
প্রাণনাথ বুলি ডাকি, নিত্য পন্থ হেরি থাকি
কতদিনে দরশন পায়্।
স্বামীকে না দেখি পাশ, বিষ প্রায় গৃহ বাস
পিয়ার উদ্দেশে শ্রদ্ধা যায়্॥
পিরীতি রতন-মূলে, হীন আলিরাজা বোলে
প্রাণ-সখা-পদেব্রত করি।
কেথায় হেমন্ত ঘরে, বক্ষেনিত্য প্রিয়েশ্বরে
বসন্ত হইল প্রাণ বৈরী ॥

মাধবী।

পিয়া কি করিলা মোরে।
তোমার প্রেমের জ্বালে(১) মরম বিদরে ॥ ধ্রু।
প্রেম যন্ত্র গীত শুনি তনু জলাকার।
শুষ্ক কাষ্ঠ দ্রবে বজ্র শিলা ধার ॥(?)
নবরত্ন জিনিয়া পিরীতি ফল বড়।
যার বাণে ত্রিভুবন হয় জর জর ॥

(১) জ্বালায়

মাধবী পিরীত-বশে আনিয়া (?)।
যার বাণে ত্রিলোক মারিয়া (?)।।

রামকেলী।

সহন না যায় দুঃখ আর বন্ধুর লাগি ।। ধু।

হাহা হরি কি করিলা, অবলারে ভুলাইলা
ভঙ্গিমা করিয়া প্রেম-ছলে।
নানা গীত বংশী শুনি, কুল বধূ উদাসিনী
হইয়া পড়িনু তোর ভোলে।।
তোমার কঠিন প্রাণি, ত্যজি ভজ-মান রাণী
ছাপাইলা কোন দোষ পাই।
কামিনীর কান্ত বিনে, রক্ষা নাই ত্রিভুবনে
বেয়াকুল(১) কানুরে হারাই।।
হীন আলিরাজা গায়, ভজ রাগি। রাঙ্গা পায়
উদেশিয়া (২) পূজ কায় মনে।
হেন প্রভু অধিকার, সেবক না ত্যজে যার
নিজ-দাস রাখিব চরণে।।

ভূপালী।

পিরীতি হইল বৈরী।
সততে মরমে দুঃখ না দেখিলে মরি।। ধু।

(১) ব্যাকুল। (২) উদ্দেশিয়া।

দূরদেশী সঙ্গে প্রেম করিনু অবলা।
দেশান্তরী হৈল নাথ দিয়া বিষম জ্বালা॥
যার প্রেম রাখিয়া লোকের হৈনু বৈরী।
দারুণ-প্রেমের দুঃখ না দেখিলে মরি॥
পিরীতি জগ-বৈরী পরাণের গুরু।
পিরীতি জীয়তে দুঃখ মরণের দারু॥
আলিরাজা কহে প্রেম-শর-বিষ বুকে।
কাল নাগে দংশিলে (১) ঔষধ গুরু-মুখে॥

মারহাটি।

দুই না লো হে, আমার দুঃখ সাক্ষী পীতাম্বর॥
সর্ব্ব জগ দেখি ধান্ধা।
অই চতুর্ভুজ বিনে, আনরে না মানে মনে
সে রাঙ্গা চরণে প্রাণি বান্ধা॥
বিষ লাগে বসন্তের বাও(২);
নগরে বেড়াও তুমি, কুলবতী বধূ আমি
অবলাকে দেখা দিয়া যাও।
রহিতে না দিলা সুখে॥
আলিরাজা গাহে কালা, সহন না যায় জ্বালা
বিষানল দিলা মোর বুকে॥

(১) দংশিলে (২) বাতাস।

ললিত।

এই মাগি শ্যাম পায় অবলা মনে। ধু।
হেন সাধ করে মনে প্রিয় লাগ পায় (১)।
চক্ষুর পোতল আড়ে সে নিধি লুকায় (২)॥
দেখি দেখি নয়নের সাধ না পুরায়।
শুনি কর্ণে মধু বাক্য শান্ত নাহি পায়॥
নয়ান অন্তরে রাখি দেখি নিরন্তর।
হৃদের কমল রসে রাখিতে ভ্রমর॥
আলিরাজা ভণে অই গীত নিশি দিন।
শ্যাম-পদে শ্রদ্ধা এই যেন জলে মীন॥

গৌরী।

আজুকা না পারি নারী ঘুমাইতে ঘর।
পন্থ হেরি বিরহিণী কান্দে ঝর ঝর। ধু।
আচম্বিত প্রিয়-ভাব উঠিলেক মনে।
যেমত লাগিল অগ্নি গহন কাননে॥
অপার বিরহ যত করিল লাঘব।
সে দুঃখ কহিতে কাছে নাহিক বান্ধব॥
বিরহ-বেদনা-দুঃখ আলিরাজা গাএ।
প্রেম-যন্ত্রে যারে মনে সেই পতি পাএ॥

(১ পাই; (২) লুকাই।

৬ কানড়া।

সতত বধুঁর লাগি জ্বলে অবলার চিত ॥ ধু।
দূর দেশী সনে প্রেম বাড়াইনু অতি।
সেই ধরি হৈল মোর অনলে বসতি॥
প্রেমের ঔষধ খাই হইলুং উদাস।
জগ-লোকে কলঙ্কিনী লোলে বার মাস॥
শাশুড়ী ননদী বৈরী স্বামী হৈল ভিন (১)।
আর জ্বালা কালার সহিমু কত দিন॥
গুরু-পদে আলিরাজা গাহিল কানড়া।
চিত্ত হন্তে (২) প্রেমানল না হউক ছাড়া॥

মায়ূরী।

দারুণ বন্ধের লাগি,
প্রেম-বিষে জ্বলে তনু রে,
মন নিরোধ না মানে॥ ধু।
প্রেমবাণ তোলাইল অই দূরদেশী।
প্রেম-রস ডোরে বান্ধি হৈল পরবাসী॥
নিত্য পন্থ হেরি থাকি কাঁদি ঝার ঝার।
জর জর হৈল হিয়া কাঁপি থর থর॥

(১) ভিন্ন। (২) হইতে।

দেশান্তরী মিত্র নহে জানিলুম এখনে।
এক সঙ্গে না ভুলে না রহে এক স্থানে ॥
আলিরাজা ভণে প্রেম অতিশ. ধনু (?);
প্রেমানল বিষবাণে ভগ্ন হৈল তনু ॥

আশোয়ারী।

৬

কানু বিনে রাধার না লয় আনচিত।
জগতের কায মনে যার মন্ত্রগীত ॥ ধু।
প্রেম বিনু রাধাএ না জানে কোন কাম।
অষ্ট অঙ্গে রাধার নিঃসরে শ্যাম নাম ॥
ভক্ষ্য নিদ্রা ত্যজি রাধা শ্যাম-প্রেমে বশ।
সততে হরির সেবা অমূল্য পরশ ॥
গুরুর চরণে হীন আলিরাজা ভণে।
জন্মে জন্মে ভক্ত রাধা হরির চরণে ॥

রামক্রিয়া।

গোপী শ্যাম প্রেমের সাগরে
রাধা কানু পিরীতি নাগর ॥ ধু।
নিত্যমাঠে থাকে হরি, রাখোয়াল (১) সঙ্গে করি
বংশীর ঠমকে গায় গীত।

(১) রাখাল

শুনি মুরলীর ধ্বনি, কম্পিত রাধার প্রাণি
পিরীতি বিরহে দহে চিত ॥
করুণ বংশীর স্বরে, দেব মুনি জ্ঞান হরে
তার হৃদে জাগে পঞ্চবাণ।
পঞ্চবাণ বংশী সুর, জ্ঞান গর্ব্ব করে দূর
জাতি ধর্ম্ম লাজ কুলমান।
রাধা সে বংশীর পদে, মাঠে গেলা কাম সাধে
জল ছলে কালিন্দীর কুলে।
হীন আলিরাজা ভণে, রাধা কানু রতি রণে
প্রেম লীলা কদম্বের তলে।

বেলোয়ার।

তোমার মহিমা সিন্ধু কি বুঝিতে পারি।
মাঠে থাক ধেনু রাখ বাজাও মুরারি(১) ॥
গগনের সুর-শশী রূপের সাগর।
সমস্ত নগরে হরি প্রতি ঘরে ঘর ॥
অতুল মহিমা মাধুরী পূরই মুরারি।
আলাপনে গৃহ ছাড়ে কুলবতী নারী ॥
ষোলশত গোপিনী সাজিয়া একবারে।
মাঠে গিয়া ভক্তি-মনে পূজিল হরিরে ॥
আলিরাজা গাহে প্রেম-রস ভক্তি-ভাব।
মাঝে হরি করি গোপী নাচে চারি পাশ ॥

(১) মুরলী।

ধানশী।

বাঁশীর স্বরে পূরে যন্ত্র রাধা হৃদান্তরে। ধু।

রাধার মন্দির মাঝে, পঞ্চ শব্দে বাদ্য বাজে
রাধা কৃষ্ণ নিদ্রায় পীড়িত।
রাধিকার হৃদে বসি, দামোদরে ফুকে বাঁশী
প্রেমবশে গাহে যন্ত্রগীত॥
রাধিকার কায় মনে, ঠাকুরের বৃন্দাবনে
ষট ঋতু রাগ তথা বৈসে।
ছয় চক্র স্থান ঘর, তাতে গুপ্ত সরোবর
রাজহংস শত পদ্মে ভাসে॥
বৃন্দাবনে বনমালী, রাধা সঙ্গে করে কেলি
কাম প্রেম রসেতে ভূষিত।
দারুণ পিরীতি রসে, মাধব রাধার বশে
গুপ্তরূপে হইছে মোহিত॥
গুরুর চরণ মূলে, খাকী* আলিরাজা বোলে
রাধা হন্তে নহে কানু দূরে।
অল্প দিনে দুঃখ বিনে, ঠাকুরকে কোলে চিনে
নিত্য শ্যাম রাধার মন্দিরে॥

---

*খাকী—মৃত্তিকা-গঠিত। বিনয় সূচক।

ধানশী।

হরিয়া লৈ গেল জাতি কুল॥মদনের বাঁশী। ধু।
অখণ্ড মহিমা॥যার নাহিক তুলন।
মারিয়া জীয়ায় বংশী না জানি কেমন॥
না হয় বংশীর ধ্বনি পূর্ণ কামশর।
আলাপন করিতে সংহে প্রাণি তেজে ধর॥
অব্যর্থ কুসুম বাণ চিত্তান্তরে হানে।
বংশীর বেশে নাগে গোপিনী বান্ধি আনে॥
যার নাম বেদশাস্ত্রে অক্ষরে না ধরে।
পরম বংশীব সানে সে নাম নিঃসরে॥
শাহা কেরামদ্দিন॥গুরু বংশী নাদে বশ।
আলিরাজা কহে বাঁশী অমূল্য পরশ।

আসোয়ারী। (আসাবরী।)

হাম্ নারী অতি হরি প্রেমেতে উদাস।
তোমার পিরীতি হরি, হইল রাধার বৈরী
জাতি ধর্ম্ম করিল বিনাশ। ধু।
তোমার পিরীতি বাদে, কলঙ্কিনী হৈলুম রাধে
তথাপি তোমার মনে রিষ*।

* রিষ—হিংসা, দ্বেষ।

পন্থ নিরখিয়া থাকি, কায় প্রাণে ভজি ডাকি
কান্দিয়া পোহাই অহর্নিশ ॥
প্রেম মূলে দাসী করি, কি হেতু না চাহ ফিরি
নিশি দিশি অই মোর দুখ ।
রাধার পরাণ তনু, মীন প্রায় জল বিনু
না দেখি হরির চন্দ্র মুখ ।
হীন আলিরাজা বলে, হরি-রাধা-পদতলে
শুন হে কুনাণী রাধা সার ।
যে রাধা হরিরে ভজে, কদাচিত নাহি তেজে
হরি নিত্য বিদিতে রাধার ॥

মালশ্রী ।

বনমালী শ্যাম, তোমার মুরলী জগ-প্রাণ । ধু ।
শুনি মুরলীর ধ্বনি, ভ্রম যায় দেব মুনি
ত্রিভুবন হয় জর জর ।
কুলবতী যত নারী, গৃহবাস দিল ছাড়ি
শুনিয়া দারুণি বংশী স্বর ॥
জাতি ধর্ম্ম কুল নীতি, তেজি বন্ধু সব পতি
নিত্য শুনে মুরলীর গীত ।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তনু রাখি প্রাণি হরে
বংশী মূলে জগতের চিত ॥

যে শুনে তোমারবংশী, সে বড় দেবের অংশী
প্রচারি কহিতে বাসি ভয়।
গৃহ বাসে কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণ নাথ
গুরু পদে আলিরাজা কয়।

দেশকারী।

ঐ সে উঠে মনে মোর স্বপনে।
দেখিলুম চন্দ্র সূর নব ঘনে॥ ধু।
ত্রিলোক্য মোহিনী রূপ দেখিনু যাহার।
বসিল মনের চক্ষে তেজিনু সংসার।
অপূর্ব্ব দেখিনু যারে কমল ভ্রমরা।
সততে উথলে মনে না যায় পাসরা॥
আলিরাজা ভণে রূপ সর্ব্ব সিদ্ধি মুনি।
এরূপ যৌবন মোর সে রূপ নিছনি॥

পঞ্চম।

কোথাতে রাখিমু লুকাইয়া রে।
পিরীতি তোর কিরূপে রাখিমু লুকাইয়া॥ ধু।
দারুণি আনল প্রেমে, ঠাকুরের তনু ঘমে
ত্রিভুবন পুড়ি করে ছার।
মহারত্ন প্রেম তোর, রাখিতে কি শক্তি মোর
সর্ব্ব জগত যেই অধিকার॥

যে পালে পিরীতি সার, ত্রিলোক নিছনি তার
কান্ত সোহাগিনী সে সকল।
যে জন পিরীতি ছাড়া, সে সব জীয়ন্তে মরা
আদি অন্তে নাই তার ফল ॥
প্রেম রত্ন নিধি বস্তু, গুরু পদ সিদ্ধি বস্তু
হীন আলিরাজা মাগে দান।
জানাও প্রেমের পাঠ, করাও পিরীতি নাট
সর্ব্ব অঙ্গে গাহে প্রেম গান ॥

বড়ারি।

আমি কালার বিরহিনী জগতের মাঝে ॥ ধু ।
বিরহিনী প্রেমদুঃখ সহে যেই মতে।
সে দুঃখের দোষ গুণ না জানে জগতে ॥
সংসারের সুখ ভোগ সব করি নাশ।
কায় মনে পিরীতি সেবিতে মোর আশ ॥
আপনা বিনাশ যদি ভাবকে না করে।
প্রেম সিদ্ধি মন-বাঞ্ছা ফল নাহি ধরে ॥
আলিরাজা ভণে সার সেবি প্রেমানল।
আগুং* নাশ করি পায় প্রেমসিদ্ধি ফল ॥

* আগুং —আমিত্ব।

পাহিড়া।

বিরহিনী মন ব্যথা অতি গুরুতর।
সৈতে* নারি কোন মতে, পাঠাইমু কার হাতে
অই মধুরিপুর গোচর। ॥
প্রেম তেজানল ভার, সহিতে শকতি কার
যার তেজে ত্রিভুন পোড়ে।
হেন বজ্র শেল ধরি, মরমে হানিলা হরি
জীয়তে বধিলা অবলারে ॥
যার বাণ তেজ ঘায়, দেখি সরোবর ধায়
সুমেরু পলায় হই রেণু।
যে বাণে কম্পিত ক্ষিতি, গগন ভ্রময় নিতি
কলঙ্ক ইচ্ছিল চন্দ্র ভানু॥
ইন্দ্র ব্রহ্মা মহেশ্বর, যারে সেবে নিরন্তর
মহা বলবন্ত নাম প্রেম।
হীন আলিরাজা বলে, যেই জলে প্রেমানলে
তার হয় তন প্রাণ হেম ॥

---

* সৈতে = সহিতে।

গান্ধার ।

বড় অপরূপ দেখিনু স্বপনে,
নবঘনে দ্বিজরাজ ।
সেই ধরি কাল দারুণ বেদন—
পশিল হৃদয়ের মাঝ ॥ ধ্রু ।
ললাটেত সিন্দূর* । পূর্ণ সূর ইন্দু
নয়ানে অনল বৈসে ।
বক্ষ সরোবরে, হংস রাজ চলে
কমল উৎপল ভাসে ।
স্বর্গ সুধাধারা, কমলে ভ্রমরা
ভ্রমে মকরন্দ ছলে ।
গুরু কৃপাদর, বিরহ লহর
হীন আলিরাজা ভণে ।
সিদ্ধি কূলে সার, পন্থ নাহি আর
স্বরূপ নির্ম্মল বিনে ॥

রামক্রিয়া ।

রাধা কানু সর্ব্বত্রে বিলাসী ।
রাধিকার মন মাঝে কালিয়া শ্যামের বাঁশী ॥ ধ্রু ।

---

* সিন্দূ—সিন্দূর ?

জগতে ব্যাপিত আছে কৃষ্ণ যার নাম।
সকল গোকুলে সে রাধার বন্ধু শ্যাম॥
সোম রবি যার রূপ দেখি লজ্জা পায়।
সেই গীত সতত রাধার মনে গায়॥
সাহা কেয়াম্‌দ্দিন গুরু প্রেম গানে বশ।
রাধা সঙ্গে বনমালী ভোগে প্রেম রস॥

সিন্ধুড়া।

বনমালী, কি হেতু রাধারে ভাব ভিন।
তোমার প্রেমের দায়, দগধে জীবন কায়
নিত্য রাধা মদন অধীন।
কি সাধ জীবনের অতি, ঘরে নাই প্রাণপতি
হৃদে মোর মদন প্রবল।
পদ্মাপতি-সুত-বাণে, ধৈরয না লয় মনে
প্রজ্বলিত বিরহ আনল॥
তেজিয়া কপট মায়া, শ্যাম, পদে দেও ছায়া
রাধা প্রেম দুঃখের তরাসী।
ক্ষম অপরাধ নাথ, পূর্ণ কর মন সাধ
জনমে জনমে হৈলুম্‌ দাসী॥

গাহে আলিরাজা হীনে, রাধা সম ত্রিভুবনে

প্রেম ভক্ত নাহি দেব মুনি ।

জীব যত পশু নর, এক নহে মদনশ্বর,*

কৃষ্ণভক্ত রাধার নিছনি ॥

পটমঞ্জরী ।

কি রূপে যাইমু মোর ঘরে নিলাজ কালা । ধু ।

রাজ পন্থে ধরি মোরে, বাটোয়ারি কৈল চোরে

লুটিল নবীন বাগ × ফল ।

দধি লুটি নিল হাটে, কেলিকলা কৈল ঘাটে

শ্যাম কলঙ্কিনী মহীতল ।

কাঞ্চুলী কবরী মেলি, উরে উরে দিয়া মিলি

হর শিরে দিলা হরি কর ।

অধরে অধর জড়ি, পূর্ণ সুধা পান করি

লোক-দোষী কৈল জন্মভর ॥

আর শুনি বাঁশীর স্বর, কান্দে রাধা জর জর

ঘরেত যাইতে না দেয় প্রাণ ।

হীন আলিরাজা গায়, শুন গুরু জ্ঞান রায়

পদরেণু দাসে মাগি দান ॥

* মদনশ্বর — মন্মথ । × বাগ = বাগান ।

সুভগা।

এ মোর করম দশা।
স্বামীর চরণ, ভজিয়া না সেবিলুম্
না পূরিল মোর আশা॥ ধু।
জগতে জনমিলুম্, পাছে না চিন্তিলুম্
যৌবন হইল ক্ষীণ।
মোর হত কর্ম্ম, বৃথা গেল জন্ম
স্বামী পদে হৈনু ভিন।
ঘরে ছিল স্বামী, লাজেও বিভ্রমি
ডুবিনু অকর্ম্ম রসে।
এরূপ যৌবন, সব অকারণ
অভাগিনী কর্ম্ম দোষে।
গুরুর চরণে, আলিরাজা ভণে
অদ্যাপি না তেজ আশ।
স্বামী দাতা তন* যে লয় শরণ
কৃপালে না তেজে দাস॥

তুড়ী।

হা হা রে যৌবন, কি ফল জীবন
স্বামী যাকে নাহি চায়।

---

*দাতা তন—সম্ভবতঃ "দেবাব শরীর" অর্থে ব্যবহৃত।

যত সুখ ভোগ,   সব বিষ রোগ

বিফলে কাল গোঁয়ায় ॥ ধু।

কমল (কোমল ?) যে তনু,   রূপে নব ভানু

বদন পূর্ণক শশী।

সে রূপে মোহিত,   হৈল মোর চিত

সে কেনে না চাহে দাসী।

ভুরু শরাসন,   নয়ান খঞ্জন

বিম্বাধর জিনি রঙ্গ।

ত্রিলোক মোহিতা,   ভুজ হেমলতা

মুনি মন দেখি ভঙ্গ।

আলিরাজা ভণে,   নাহি ত্রিভুবনে

সে রূপ তুলনা আর।

পীন রূপ মূলে,   বাঞ্ছি কিম কূলে

সিদ্ধি মূলে পূর্ণ সার ॥

কোড়া।

বন্ধু মোর প্রাণের ঠাকুর।

আঁখির কাজল তুমি শিরের সিন্দূর ॥ ধু।

চরণে শরণ লৈলুঁ শুন প্রাণনাথ।

চক্ষু জ্যোতি বিনু নারী জীবন কি সাধ ?

সদায় বারিজ ফুলে তোমার ভাবনা।

বিরহিনী মরমেতে কামের যন্ত্রণা ॥

হীন আলি রাজা ভণে প্রেম দুঃখ বাসি।
প্রেমানলে জল দিয়া রাখ নিজ দাসী ॥

শুদ্ধ মালশী।

কালিকার মহালীলা ভয়ে কাঁপে দেবগণ
শৈল সিন্ধু শিলা ॥ ধু।
অষ্ট অলঙ্কার চণ্ডী করি পরিধান।
মহানন্দে কৈল গৌরী যুদ্ধের সাজন ॥
সিংহ আরোহণ কালী হস্তেত কৃপাণ।
শ্যাম বর্ণ ত্রিনয়নী সমরে পয়ান ॥
যুদ্ধে প্রবেশিল দেবী মন্দ মন্দ হাসি।
রক্ত পানে মত্ত অসুর কাটে রাশি রাশি ॥
মুক্ত কেশে ভবানী দাণ্ডাই শিব বক্ষে।
নাচে পাগল রূপে অসুর নাশে লক্ষে লক্ষে ॥
শিশু আলিরাজা ভণে শ্যাম-কালিকা-দাস।
জগ মোহিনী কাল চরণী ত্রিলোক বিনাশ ॥

সিন্ধুড়া।

হায় রাধার কি ফল জীবন!
কি হেতু তেজিলা হরি রাধা বৃন্দাবন? ধু।
সঙ্গ ধরি গিলা হরি মথুরা নগর।
হরিকে না দেখি রাধা কান্দে বার বার ॥

অষ্ট অলঙ্কার পরি বিচিত্র বসন।
সাজিল সুন্দরী রাধে ত্রিলোক মোহন ॥
শ্যাম বিনু রাধার ধৈরয নাহিচিত।
জল ছলে যমুনাতে চলিল ত্বরিত ॥
সুবর্ণ কলসী কাঁখে নানাভঙ্গী হাঁটে।
কান্দিতে কান্দিতে গেল কালিন্দীর ঘাটে ॥
বংশী ফুকে হরি যমুনার অই কূলে।
গীত গাহে বংশীরবে রাধা রাধা বোলে ॥
আকুল রাধার চিত্ত বংশী গীত শুনি।
জ্বলিল সহস্র গুণ বিরহ আগুনি ॥
খেণে খেণে ঢালে জল খেণে খেণে ভরে।
কায় প্রাণে প্রেমদান মাগে কর জোড়ে ॥
উড়িয়া যাইতে শ্রদ্ধা হরির নিকটে।
পাখা বিনু রহে রাধা পরম সঙ্কটে ॥
না পারিল যাইতে যমুনা হই পার।
দূরে থাকি করে রাধা কোটী নমস্কার ॥
হীন আলিরাজা কহে শুন রাধা সতী।
নৈরাশ না হৈও হরি সার তোমা পতি ॥

শুদ্ধ মালব।

প্রাণ ঠাকুর গো, তুমি বিনু ভবে কে আমার। ধু।
প্রেমের ঠাকুর তুয়া করুণা সাগর।

তুমি জল স্থল শ্যাম রসের নাগর ।।
সিত বর্ণ রূপ ধর জগ মনোহরা ।
সুধারস ময় সিন্ধু কমল ভ্রমরা ।।

*   *   *

সাহা কেয়ামদ্দিন লক্ষ্যে আলিরাজা ভণে
অপরাধী আছি আমি ঐ রাঙ্গা চরণে ॥

শ্যাম, কি রূপে দেখিমু তোরে ;
কালা, কি রূপে পাইমু তোরে । ধু ।
দূর দেশীর সাথি,*   করিলাম পিরীতি,
অবলা গোপালের নারী ।
দূর দেশী ছিল,   ঘরে চলি গেল,
না চাহিলাম নয়ান ভরি ।।
পিরীতির আনলে,   সর্ব্ব অঙ্গ জ্বলে,
না দেখি শ্যামের মুখ ।
এ তিন ভুবনে,   কালা কানু বিনে,
কোন কুলে নাহি সুখ ।
মোর দুঃখ ভার,   গুরুপদ সার,
কহে আলিরাজা হীনে ।

---

*সাথি—সাথে, সঙ্গে

ভাই পাড়াপড়ি, × ইষ্টধন কড়ি,
সার না দেখি তুয় বিনে ।

ভৈরব ।

না দেখি অবলম্বন এভবে তরণী ।
স্বামী কৃপা সিন্ধু সার ত্রিলোক ধরণী ॥ ধু ।
মন রত্ন দিলা তুমি তনের অন্তরে ।
স্থির নহে তোমার চরণ সেবিবারে ॥
না করে স্বামীর সেবা সতত চঞ্চল ।
জন্মিয়া মানব কুলে না ধরিল ফল ॥
মনান্তরে নির্ম্মল করিম* দয়াময় ।
গুরুপদে লীন হীন আলিরাজা গায় ।

ভৈরব ।

সহিলে পরম পদ পায দুঃখিনীর দুঃখ ;
সহিলে জনম সুখে যায় ॥ ধু ।
আয় প্রভু করতার, তুমি ত্রিজগত সার
কমলের দলে তোর বাস ।
তুয়া পদ শতদলে, নির্ম্মল প্রদীপ জ্বলে
তুয়া বিনু নাহি মোর আশ ।

× পাড়াপড়ি = পাড়াপড়শী *করিম (আরবীশব্দ) = ঈশ্বর ।

কৃপা-সিন্ধু-বিন্দুফলে, জন্মাইলা নরকুলে
মুত-ঃ সঙ্গে জ্যোতি স্থানির্ম্মল।
জ্ঞান চক্রে মায়া দিয়া, পশু কৈলা ভ্রমাইয়া
না ভজিলু চরণ কমল ॥

দুঃখে বশ করি মোরে, সৃজিলা জগতপুরে
শুদ্ধ চক্ষু রাখিয়া গোপনে।
না ভজিনু দিব্য জ্যোতি, ইন্দ্রজালে ডুবি অতি
গুরুপদে আলিরাজা ভণে ॥

ছাড় মন, দুনিয়ার খেলা ;
কাল দুনিয়ার বিষম জ্বালা।
যে ফিরে দুনিয়ার পালে§,
অগ্নি লাগিল তার কপালে
দুনিয়ার কলঙ্ক ডুরি,
বন্দী করে ঘিরি ঘিরি
যে চলে দুনিয়ার কাজে,
বাবিল+ভব জালের মাঝে।
জীয়ন্তে হইল মরা,
সিদ্ধি পদ নহে তারা।
গুরুর চরণ তলে,
হীন আলিরাজা বোলে ;
যে জনে ভজিল তত্ত্ব,
জীবন জনম সার্থ ॥

*মুত=নষ্ট। §পালে=দিকে। +বাবিল=বদ্ধ হইল।

সমাপ্ত।